# পুজোর পাঁচালী

- মঞ্জুলী মুখার্জী

ষষ্ঠী থেকে দশমী - এ বেলা, ও বেলা । এই দশ বেলায় - বেলাবেলি শাড়ীর মেলা ।।

কৈলাশ পর্ব্বতে দেবাদিদেব মহাদেব আর মহামায়া বসে নানারকম কথোপকথন করছিলেন- সেই সময় মহামায়া বারবার অন্যমনা হচ্ছেন দেখে মহাদেব জিজ্ঞেস করলেন - 'হে দেবী - আমি লক্ষ্য করছি - যে তুমি আমার সাথে বাক্যালাপে উন্মনা হচ্ছো - এর কারণ কি? আমায় বল ।'

মহামায়া মায়ের মন উতলা - কারণ -

''এসেছে শরৎ হিমের পরশ, লেগেছে হাওয়ার পরে। উহুঁ - এতো সুন্দর ভাবে শরৎ আজকাল মোটেও আসেনা। পেঁজা তুলোর মত মেঘ বা 'কাশফুলের দোলা' - এত দুরঅস্ত । কিন্তু শরতের আসাটাই টের না পাওয়া গেলে - পূজো এসেছে টের পাওয়া যাবে কি করে? কেন, দোকান পাটে উপচানো ভিড় । কেনা কাটায় ব্যাস্ত লোকজন, ক্যাসেটের দোকানে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্রপাঠ , রাস্তা জুড়ে শেষ মুহূর্ত্তে মন্ডপের ফিনিশিং টাচ্ চলা, বইয়ের স্টলে হাতে গরম পূজোর সংখ্যা । খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন খুললে পুজো স্পেশ্যালে পাতা ভর্ত্তি - এখানকার হাজারো ব্যাস্ততায় ভরা দিনগুলোতে পূজো এসেছে বুঝিয়ে দেয় - এই ছোট ছোট দৃশ্যগুলোই । তবে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে যদি সোনা মেঘের দেখা মেলে, তাহলে মনটা একটু উড়ু উড়ু হয় বই কী । আসলে পূজো আসা মানেই একটা অদ্ভুত আনন্দ । ঝক্কি ঝামেলা দূরে সরিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে চারটে দিন কাটিয়ে দেওয়া । পূজো মানেই সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা । সুযোগ বুঝে একটু খানি প্রেমও সেরে ফেলা । তবে সবার উপরে পুজো , মানে নিজেকে একটু অন্যভাবে সাজিয়ে তোলা ! ষষ্ঠী থেকে দশমী পাঁচ দিনের সকাল-বিকেলের জন্য আনন্দের এক্সক্লুসিভ দশটি শাড়ী ।

ষষ্ঠীর সকাল - আজ দেবীর বোধন , পুজোর প্রথম দিন - প্রথম দিনে সুন্দর একখানি তাঁতের শাড়ি - আহাঃ - বেশ মানিয়েছে। ছোট্ট ও হাল্কা একটা গয়না - মন্দ কী ! - সাজ সম্পূর্ণ হলো - একটা টিপে। বার হাতে ফুলের সাজি দিলেই দেবীর বোধন শুরু ।

ষষ্ঠীর রাত - একটু জমকালো সিল্কের শাড়ী - কেমন লাগছে আমাকে ? কানে ঝোলা দুল - ঠোঁটে লাল লিপস্টিক । সবার ভিড়ে নিজেকে চেনাতে এইটুকুই যথেষ্ট ।

সপ্তমীর সকাল - আজ সপ্তমী । পূজো শুরু হয়ে গেছে জোর কদমে । পাল্লা দিয়ে সাজ - যেদিকে তাকাই শুধুই নানারঙ্গের বাহার - কী সুন্দর ই লাগছে সকলকে - নাকি - আমারই চোখ বলছে - সুন্দর - এ সবই সুন্দর ।

সপ্তমীর রাত - শাড়ী পরাতেও সেই সাহস ফুটে ওঠে । শাড়ীতে সবার নজর কাড়তে হবে - তাই চলেছে - প্রতিযোগীতা - কে কত সুন্দর কোরে তুলতে পারে নিজেকে । রাত বলে বাকি সাজও জমকালো। কপালে সর্পিল টিপ্ ।

ঠোঁটের গাড়ো রং । চোখের মোটা কাজলের রেখা - আজ সবার নজর কাড়তেই হবে ।

অষ্টমীর সকাল - সকাল থেকে মন্ডপে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে - অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ আর ধূপ প্রদিপের গন্ধ মিলেমিশে চারিদিকে কেমন এক পবিত্র পবিত্র ভাব। মায়েদের ধরনের শাড়ী পরে লাল রং এর বাহারে - ছোটবেলার মায়ের মুখটা কি মনে করিয়ে দেয়না ? অঞ্জলি দেওয়ার সাজ নাকি এইরকমই হওয়া উচিত।

অষ্টমীর রাত - সবচেয়ে জমকালো ভাবে সাজা যায় অষ্টমীর রাতে । শাড়ী ও পাড়ে ঠাসা সোনালী জড়ির কাজ - আঁচলটা অত্যন্ত জমকালো - একান্ত ট্র্যাডিশ্যানাল আজ যেন সনাতন ভারতীয় নারী । সন্ধিপূজোর একশো আটটী প্রদীপের আলোয় দেবীর মতোই ঝলমল করবে - ঐ বুঝি সন্ধিপূজোর ঘন্টা শোনা যায় ।

নবমীর সকাল - অষ্টমীতে বেশ রাত করে সন্ধিপূজো দেখতে গিয়ে নবমীর সকাল শুরু হলো দেরীতে । গত সন্ধ্যের জমকালো সাজের পর আজ ভালো লাগছে হাল্কা রঙ্গে নিজেকে আধুনিকা করে তুলতে । একটু অন্যরকম ।

নবমীর রাত - নিশি পোহালেই বিসর্জনের বাজনা বেজে যাবে । সুতরাং জমাটি আনন্দের শেষ রাত এটাই । আজকের সাজটিকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে পাশাপাশি এনে ফেললাম । জ্যামিতির নক্সা কাটা শাড়ী - বাঃ বেশ নতুন ধরনের তো ! দশমীর সকাল -নবমীর নিশি পোহায় । বিসর্জনের বাজনা বাজতে শুরু করেছে । পূজো শেষ হয়ে এলো । লাল - সাদার কম্বিনেশনে - সকলের মাথায় মোটা ধারায় সিঁদুরের দাগ - কপালে লাল টিপ্ - এ যে মায়েরই রূপ ! - মা কি তবে চলে যাবেন - বুকের ভেতর কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট! না তো - মা যে আমাদের ই সকলের মধ্যে বিরাজমান।

দশমীর রাত - ‘ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ , ঠাকুর যাবি বিসর্জন ’ - ঢাকিদের বাজনায় মন-কেমন-করা সুর । শুরু হয়ে গেছে সিঁদুরের খেলা । একটু পরেই মা রওনা দেবেন কৈলাসে । মন খারাপ হলেও ভাবি আবার সামনের বছরের পূজোর কথা - ভালোবাসা - শুভেচ্ছার বিনিময় । এক বছরের জন্য বিদায় দেওয়ার সময় মেয়ের শুকনো মুখ দেখতে মা’র নিজেরই কি ভালো লাগবে? তাই সাজগোজ রইল ..... আবার আসিস্ মা ।

মহাদিদেব - মা মহামায়ার করুণার কথা শুনলেন । আর মায়ের সন্তানদের শেখালেন মহামন্ত্র -

আয়ুর্দেহি, যশোদেহি , ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে ।
পুত্রান্ দেহি, ধনং দেহি, সর্বান্ ক্ষমাংশ্চ দেহিমে ।।
দুর্গেত্তারিনি দুর্গে , ত্বং সর্বাশুভ নিবারিণি ।
ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবী, নিত্যং মে বরদা ভব ।।
কালী দুর্গে, জগদ্ধাত্রী , ভগবতী পাপহারিনী ।
ধর্মকামপ্রদে দেবী, নারায়ণী নমোহস্তুতে ।।